Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : X Issue : III, 15th, June, 2021 জৈষ্ঠ্য, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আক্রমণ অনেকটাই স্তিমিত। তবে আক্রমণের এই নিম্নগতির কারণ আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নয়, কালের স্বাভাবিক নিয়মে এটা ঘটেছে। দেশজুড়ে সমালোচনার পর মহান মোদি বিনামূল্যে টিকা দিতে অবশেষে রাজি হয়েছেন। কিন্তু সুস্থ টিকা নীতির প্রবর্তন এখনো হয়নি।

দক্ষিণবঙ্গ আবারও ইয়াস নামক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সরকারি তরফে ত্রাণের আলাপ-আলোচনা চলছে। শহুরে সৌখিন দেশপ্রেমিকের দল ত্রাণ নিয়ে সুন্দরবন এবং দীঘা মন্দারমণিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ঝড়ের বিরুদ্ধে স্থায়ী সমাধানের কথা কেউই বলছে না। বামফ্রন্ট আমলের সুন্দরবনের কংক্রিট বাঁধের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ, অব্যবহৃত হয়ে, ফেরত চলে গেছে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের উস্কানিতে সুন্দরবনের রক্ষা কর্তা ম্যানগ্রোভ অরণ্য ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কবির ভাষায় "এত বড় রঙ্গ যাদু, এত বড় রঙ্গ।"

লকডাউন-এর জন্য আমাদের অফিস এখন বন্ধ। কিন্তু কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। গত দোসরা জুন বেথুন ক্লিনিকে অক্সিজেন পরিষেবা চালু হয়েছে। আমাদের ফোনগুলি যথারীতি খোলা আছে।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বিধি নিষেধ মেনে চলুন।

ওয়াদা

মৃণাল দত্ত

নীল পর্দা ঢাকা জীবনের আকাশে
কখনো কখনো অপরাহ্নবেলায় সন্ধ্যা নামে
কাকের কর্কশ ডাক নিদ্রা নেয় বৃক্ষশাখায়।
আমরা তবুও জীবনের কথা ভুলি না
বাঁচার অমোঘ আকর্ষণে সংগ্রামে নামি
রাজপথের অ্যাসফল্ট বিছানো পথে
অন্নদাতা কৃষকেরা রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের
প্রতিবাদে গর্জন করে শীতালু বাতাসে
দিনরাত্রি লক্ষ কৃষক মৃত্যুকে বাজী রেখে
সংগ্রামে অটল। দৃঢ়স্বরে
শ্লোগান মুখর
অল্পমূল্যের রান্না ঘরে শ্রমিকেরা অন্ন নেয়
তারাও সংকল্পিত পথে সংগ্রামী বার্তা পাঠায়
কৃষক শ্রমিক একসাথে একপথে জাগ্রত
আসন্ন দিনের সূর্যবন্দনায়॥

সকল পাঠক, পাঠিকা, সদস্য/সদস্যা, বন্ধুজনকে 'প্রবীণবার্তা'-য় লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানাই। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা বা মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান। অনুরোধ, কাগজের দুদিকে লিখবেন না এবং লেখার কপি রাখবেন।

সম্পাদকমণ্ডলী

আমি তো দেখিনি

পুতুল মৈত্র

আমি তো দেখিনি আজ যে দেখছি
যাবে নাতো সব লেখা
ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে
হয়ে যাব শুধু একা
তবু ও বলব -
আমি তো দেখিনি বাম শাসনে
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
ধর্মাধর্ম বিদ্বেষে
মন্দির মসজিদ ভাঙ্গা॥
আমি তো দেখিনি শিক্ষা নিয়ে
(আজ) এত ছেলেখেলা।
প্রশাসনেই হচ্ছে কত
তোষাদের খেলা।
আমি তো দেখিনি বাম আমলে
(এত) উৎসবের মেলা।
চাকরির নামে জীবন নিয়ে
(এত) ছিনিমিনি খেলা॥
আমি তো দেখিনি বড় ঘটনা
তুচ্ছ হয়ে ওঠে
দোষী ঘোরে আজ বুক ফুলিয়ে
নির্দোষ জেলে ঢোকে॥
আমি তো দেখিনি এত সন্ত্রাস
রাজ্যে যা যা হচ্ছে এখন।
সততার মুখ দুয়ারে দুয়ারে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ॥
প্রতিশ্রুতির বন্যাতে আজ
সত্য-মিথ্যা হোক যাচাই
তারুণ্যের হাতে শান্তি ফিরুক
সেটাই হোক আমরা যা চাই॥

আমাদের যাত্রা হল শুরু

গৌতম রায়চৌধুরী

গত ২ জুন ২০২১, বুধবার পি জি এইচ শাহ রোডে রংকলের মোড়ে অবস্থিত বেথুন ক্লিনিকে অক্সিজেন পরিষেবা চালু হয়েছে। সহযোগিতায় বিজ্ঞান মঞ্চ যাদবপুর এবং রেড ভলান্টিয়াররা।

পরিষেবা আপাতত ৯৩, ৯৫ ও ৯৬ ওয়ার্ডে এবং আমাদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আধার এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের জেরক্স দেখিয়ে মাত্র ৭০০ টাকার বিনিময়ে ৩ দিনের জন্য সিলিন্ডার ভাড়া পাওয়া যাবে। কোনো ডিপোজিট লাগবে না। পরিবার পিছু একটি মাত্র সিলিন্ডার দেওয়া হবে। সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে।

এই উদ্যোগ আমাদের পক্ষে শুভ সংবাদ হলেও রাষ্ট্রের পক্ষে কিন্তু নয়। সরকার তার দায়িত্ব পালনে অপারগ। তাই শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে তথাগতের আহ্বানে রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন বা ধর্মপাল পিছিয়ে গেলেও ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার মত, আমরা এগিয়ে এলাম এবং বিশ্বাস করি, "আমার ভাণ্ডার আছে ভরে/তোমা সবাকার ঘরে ঘরে" (নগরলক্ষ্মী)।

আপাতত মাত্র ৪ট সিলিন্ডার নিয়ে আমাদের পরিষেবা শুরু হলেও অচিরেই এর সংখ্যা বাড়াবার ইচ্ছা আছে। আমরা করোনার তৃতীয় ঢেউ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস সকলের সহযোগিতায় এবং দানে সেই ইচ্ছা পূরণ হবে।

শুধু ভাইরাস নয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয়ই

আজকের এই অতিমারীর বিভীষিকার মূল কারণ। আমাদের সরকার, কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিশেষে, স্বাস্থ্য বিশেষত জনস্বাস্থ্য নিয়ে একেবারেই উদাসীন। ভারত তার জি ডি পির মাত্র ১ শতাংশেরও কম স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে। যদিও সারাবিশ্বে এই ব্যয়ের পরিমাণ ৫ শতাংশেরও বেশি। করোনা অতিমারীতে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য বলতে সরকার বোঝে শুধু মেডিকেল ইনসিওরেন্স এবং মহানগরীতে পাঁচতারা হাসপাতাল স্থাপন। মোদিজী 'আয়ুষ্মান ভারত' বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাস্থ্য সাথী"-এর মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। উভয় ক্ষেত্রেই ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়া হচ্ছে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের টাকায়। কিন্তু এই কার্ড দেখিয়ে হাসপাতালে সর্বদা চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড একাধিক স্তর বিশিষ্ট চিকিৎসা পরিকাঠামো। এলাকায় এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকবে। যেখানে মিলবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স, অক্সিজেন এবং সেই স্তরে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। এই ব্যবস্থায় গ্রাম থেকে রোগী কখনোই শহরে ছুটে আসবে না। কিন্তু আমরা গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আন্তর্জাতিক স্তরে মান্য একটি সমীক্ষা বলছে, প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য ৬ হাজার নার্স থাকলে সবাই সংক্রমিত হলেও মৃত্যু ২০-৩০ ছাড়ায় না। আবার নার্সের সংখ্যা ৩ হাজারে নামিয়ে দিলে মৃত্যু চার গুণ বেড়ে যায়। বহু মানুষের প্রাণ বেঁচে যায় এই নার্সিং পরিষেবা পর্যাপ্ত হলে। পাঁচতারা হাসপাতাল মহামারী মোকাবিলায় সমাধান নয়। কোভিড সেটা স্পষ্ট করেছে।

করোনা প্রথম ঢেউয়ের পর দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে ৫/৬ মাস সময় পাওয়া গিয়েছিল। চিকিৎসকরা সবাই আমাদের সাবধান করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার অক্সিজেন এবং প্রতিষেধক বিদেশে রপ্তানি করে মোদির ভাবমূর্তি রচনা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সহ সকলের বিরোধিতার পর যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে টিকা ব্যবস্থায় রাজি হয়েছেন, কিন্তু এখনো সঠিক টিকা-নীতির প্রবর্তন হয়নি।

স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়, সংকীর্ণ রাজনীতির বিষয়ও নয়, স্বাস্থ্য এক উন্নত প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আবশ্যক উপাদান। একমাত্র সুস্থ-স্বাস্থ্যবান নাগরিকই পারে উন্নত দেশ গড়ে তুলতে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য একটি নাগরিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

জনস্বাস্থ্য—চাই সংবেদনশীল, সচেতন স্বাস্থ্যশিক্ষক

অধ্যাপক বৈজয়ন্তী বাউর
এম.ডি., কমিউনিটি মেডিসিন

জনস্বাস্থ্য বলতে সচরাচর মানুষের মনে যে ধারণা দেবার দরকার সেটা জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের উপলব্ধিতে থাকলেও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটা অভাব থাকায় আমরা রোগ প্রতিরোধ, জীবনকাল বৃদ্ধি ও মানবস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি।

জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্যই হল শারিরিক, মানসিক, সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রেখে জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক মানোন্নয়ন। জীবন-জীবিকা, শিক্ষা পরিবেশ সবক্ষেত্রেই জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনস্বাস্থ্যের দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে কথাগুলো মনে আসে তা হল স্বাস্থ্য—ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, পরিবারগত ক্ষেত্রে আর সমষ্টিগতভাবে স্বাস্থ্যকে দেখতে হবে।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, পি. জি. এইচ শাহ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫
যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ /
৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের
প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

- ডাক্তার চেম্বার -

অ্যালোপাথি / হোমিওপ্যাথি,
আকুপাংচার

অর্থোপেডিক ঃ মঙ্গলবার - সন্ধ্যা ৬টা
ঃ শনিবার - বেলা ১টা

হোমিওপ্যাথ ঃ বুধবার - বিকাল ৫টা
ঃ শুক্রবার - বিকাল ৪টা
ঃ শনিবার - বেলা ১২টা

১ এপ্রিল থেকে ২০২১ - ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা
১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস।
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in